গ্রামসমাজ

ভারতে এখনও মানুষ গ্রামীণ জীবন যাপন করে এবং আজও ষাট শতাংশেরও বেশি জনসংখ্যা গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে এবং কৃষি ও সংশ্লিষ্ট পেশার উপর নির্ভরশীল। আমরা গ্রামকে একটি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক একক হিসেবে বিশ্লেষণ করব, বর্ণ ব্যবস্থার সাথে, ছোট এবং বড় ঐতিহ্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা। উপনিবেশিক যুগে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রগুলিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে যা গ্রামীণ জীবনের উপরও প্রভাব ফেলেছে।

যদিও শহরবাসের বৃদ্ধি এবং শহরের উত্থান গ্রামীণ জনসংখ্যাকে শহরে চলে যেতে আকৃষ্ট করেছে, গ্রাম একটি সত্তা হিসেবে ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে এখনও গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫০ এবং ৬০ দশকে গ্রাম সম্পর্কিত গবেষণার সংখ্যা থেকে ভারতের সমাজে গ্রাম কেন্দ্রীয়তার ধারণা পাওয়া যায়। এই গবেষণাগুলি আমাদের গ্রামকে একটি সামাজিক একক হিসেবে কিছু ধারণা প্রদান করে।

সামাজিক একক হিসেবে গ্রাম

গ্রামের সামাজিক জীবন বর্ণ, আত্মীয়তা, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং ধর্মের চারপাশে সংগঠিত হয়। মানুষের সামাজিক জীবন মূলত তাদের গ্রামগুলিতে সীমাবদ্ধ, তাদের জীবিকা এবং জীবন গ্রামীণ পরিবেশ এবং সম্পদকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। গ্রাম তাই একটি মর্যাদা এবং ব্যক্তিগত পরিচয়ের পয়েন্ট। বর্ণ, শ্রেণি বা এলাকা সহ, গ্রাম তার বাসিন্দাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় প্রদান করে। একই সময়ে, গ্রাম একটি বিচ্ছিন্ন একক নয়, মেলা, উৎসব এবং অন্যান্য উদযাপনগুলি গ্রামকে আচার-আচরণের মাধ্যমে বৃহত্তর বিশ্বের সাথে সংযুক্ত করতে প্রয়োজনীয়। উত্তর ভারতীয় গ্রামগুলির ক্ষেত্রে, গ্রামীয় বহিরাগম্যের চর্চা গ্রামকে আত্মীয়তা এবং সম্পর্কের মাধ্যমে অন্যান্য গ্রামগুলির সাথে সংযুক্ত করে। শ্রীনিবাস অনুযায়ী, একজনের গ্রামকে অপমান করা উচিত নিজের, স্ত্রী, অথবা পরিবারের অপমানের মতো প্রতিশোধ নেওয়া (শ্রীনিবাস, ১৯৭৬:২৭০)।

এম এন শ্রীনিবাসের কোর্গস (১৯৫২) অধ্যয়ন থেকে এ এম শাহ এবং আই পি দেশাই (১৯৮৮) পর্যন্ত গ্রামীয় সমবায় কিভাবে আন্তঃবর্ণ এবং অন্তর্ভুক্ত বর্ণ সম্পর্ককে চিহ্নিত করে, তা আলোচনা করে, যাতে গ্রামে স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। একইভাবে, ডুবের মতে, যদিও ভারতীয় গ্রামগুলি তাদের অভ্যন্তরীণ কাঠামো এবং সংগঠনে, তাদের ভাবধারা এবং বিশ্বদৃষ্টিতে, এবং তাদের জীবনপদ্ধতি এবং চিন্তাধারায় ব্যাপকভাবে ভিন্ন ছিল; ভারতীয় উপমহাদেশের সকল গ্রামীয় সম্প্রদায়ের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। গ্রামীয় বসতি, সামাজিক সংগঠনের একটি একক হিসেবে, একটি ধরনের সমবায়কে প্রতিনিধিত্ব করেছিল যা আত্মীয়তা, বর্ণ এবং শ্রেণির থেকে ভিন্ন ছিল। প্রতিটি গ্রাম একটি স্বতন্ত্র সত্তা ছিল, কিছু ব্যক্তিগত রীতি এবং ব্যবহার ছিল, এবং একটি সম্মিলিত ঐক্য ছিল। গ্রামে বসবাসকারী বিভিন্ন বর্ণ এবং সম্প্রদায়ের সদস্যরা অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং আচারিক প্যাটার্নে একে অপরের সাথে পারস্পরিক এবং প্রতিস্থাপনযোগ্য বাধ্যবাধকতার দ্বারা একত্রিত ছিল, যা সাধারণভাবে গৃহীত চুক্তির দ্বারা অনুমোদিত এবং বজায় রাখা হয়েছিল। বসতির অভ্যন্তরে গোষ্ঠী এবং দল থাকা সত্ত্বেও, গ্রামের লোকেরা একটি

সংগঠিত, সঙ্কুচিত একক হিসেবে বাইরের বিশ্বের মুখোমুখি হতে পারত এবং এভাবেই করেছে (ডুব, ১৯৬০:২০২)। শ্রীনিবাস (১৯৫৫), ডুব (১৯৫৫) এবং প্রাক্কালে ওয়াইজার (১৯৩৬) গ্রামীয় ঐক্যের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কিছু জাতিতত্ত্ববিদ প্রকাশ্যে ঐক্যের তত্ত্বের বিরোধিতা করেছেন, অন্যরা গ্রামে বিরোধ এবং গ্রামবাসীদের বাইরের বিশ্বের সাথে সম্পর্কের স্বীকৃতি দিয়ে তাদের যুক্তি যোগ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, বেতিল্লে দাবি করেছিলেন যে তার 'শ্রীপুরাম' গ্রাম অধ্যয়ন শারীরিকভাবে একটি একক গঠন করে এবং সামাজিকভাবে অনেক কম (বেতেঁ, ১৯৯৬:৩৯)। যারা কমিউনিটেরিয়ান ঐক্যের ধারণাকে প্রায় প্রত্যাখ্যান করেছেন তাদের মধ্যে লুইস (১৯৫৮) এবং বেইলি (১৯৬০) অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, এফ জি বেইলি 'ঐক্য-পুনঃব্যবহার' তত্ত্বের একটি মৌলিক সমালোচনা প্রদান করেছেন এবং একটি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি প্রস্তাব করেছেন। বর্ণ সম্পর্কের জবরদস্তিমূলক দিকগুলিতে জোর দিয়ে, বেইলি (১৯৬০) বলেন যে বর্ণ ব্যবস্থায় বর্ণগুলির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা এবং সম্মিলন অত্যন্ত অতিরঞ্জিত। কারণ পারস্পরিক নির্ভরতা মানে পুনঃব্যবহার এবং ফলস্বরূপ কিছু পরিমাণে সমতা, যখন আমরা বর্ণ ব্যবস্থার এবং বর্ণগুলির মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করি তখন তা হয় না। তিনি বলেন, "সিস্টেমটি যেভাবে কাজ করে কারণ জবরদস্তিমূলক নিষেধাজ্ঞাগুলি একটি আধিপত্যশীল বর্ণের হাতে। একটি পুনঃব্যবহার সম্পর্ক আছে, তবে এটি এমন একটি নিষেধাজ্ঞা নয় যা নির্ভরশীল বর্ণগুলি সহজে ব্যবহার করতে পারে" (বেইলি, ১৯৬০:২৫৮)।

জাতি ও আত্মীয়তার সম্পর্ক

জাতি ভিত্তিক সমাজ ভিত্তি করে থাকে পদমর্যাদার ওপর। জন্মের ভিত্তিতে মানুষকে উচ্চ বা নিম্ন গ্রুপে বিভক্ত করা হতো, তাদের খাদ্য, পোশাক, অলঙ্কার, রীতি এবং ব্যবহারের সবকিছুই পদমর্যাদার একটি কক্ষায় বিন্যস্ত ছিল। প্রথম তিনটি বর্ণ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ (পুরোহিত বা শিক্ষিত মানুষ), ক্ষত্রিয় (শাসক এবং যোদ্ধা) এবং বৈশ্য (বণিক) ছিলেন দ্বিজ বা দ্বি-জন্মিত। চতুর্থ শ্রেণী ছিল শূদ্রদের, যারা বিভিন্ন পেশাগত বর্ণ নিয়ে গঠিত ছিল এবং তুলনামূলকভাবে ‘পরিচ্ছন্ন’ হিসেবে বিবেচিত হতো, তবে ‘অস্পৃশ্য’ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হতো না। পঞ্চম প্রধান শ্রেণীতে রাখা হত সব ‘অস্পৃশ্য’ বর্ণগুলো। প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যে একাধিক উপ-গ্রুপ (জাতি বা উপ-বর্ণ) ছিল, যা তাদের মধ্যে একটি পদমর্যাদা অনুযায়ী বিন্যস্ত করা যেতে পারতো। বাস্তব গবেষণাগুলি নির্দেশ করে যে ‘বাস্তবিকভাবে কেবল দুই বিপরীত প্রান্তের পদমর্যাদা তুলনামূলকভাবে স্থির ছিল; মাঝখানে, বিশেষ করে মধ্যবর্তী অঞ্চলে, পারস্পরিক অবস্থান সম্পর্কে যথেষ্ট বিতর্কের সুযোগ ছিল’ (শ্রীনিবাস, ১৯৯৪:৫)। পারস্পরিক পদমর্যাদা অনিশ্চিত ছিল এবং এটি বর্ণে চলাচলের সম্ভাবনা থেকে উদ্‌ভূত হয়েছিল (শ্রীনিবাস, ১৯৭৬:১৭৫)।

শ্রীনিবাস যাকে ‘সংস্কৃতিকরণ’ বলে উল্লেখ করেছেন, তার মাধ্যমে উচ্চ আচারিক মর্যাদা দাবি করার প্রচেষ্টা একটি সহজ প্রক্রিয়া ছিল না, এবং এটি শুধু আচার-আচরণ এবং জীবনধারার নকলের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে না। গোষ্ঠীটিকে স্থানীয় ক্ষমতার কাঠামোর সাথেও এটি আলোচনা করতে হতো। একইভাবে, ধর্মনিরপেক্ষ উপাদানগুলি নির্দিষ্ট করে, ‘বর্ণ এবং জমির দ্বৈত পদমর্যাদার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিভেদ ছিল। ধনী জমিদাররা সাধারণত ব্রাহ্মণ বা লিঙ্গায়েতদের মতো উচ্চ বর্ণ থেকে আসতেন, আর হরিজনরা একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জমিহীন শ্রমিকদের অবদান রাখতেন। ধনী পরিবারের বিপরীতে, গরীব পরিবার প্রায় অদৃশ্য ছিল’ (শ্রীনিবাস, ১৯৭৬:১৬৯)।

বৃহদ ও ক্ষুদ্র সংস্কৃতি

ভারতের গ্রামের ধর্ম সম্পর্কিত যে কোনো গবেষণায় দেখা যায় যে গ্রামীয় ধর্মীয় বিশ্বাস এবং প্র্যাকটিসগুলির মধ্যে এবং বৃহত্তর ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে একসাথে দুটি প্রক্রিয়া কাজ করছে। ম্যাককিম মারিয়ট, রবার্ট রেডফিল্ড (১৯৫৫) থেকে 'মহান ঐতিহ্য' এবং 'ছোট ঐতিহ্য' ধারণাগুলি নিয়ে

'বিশ্বায়ন' (গ্রাম সংস্কৃতির উপাদানগুলি একটি বৃহত্তর আঞ্চলিক বা বৃহত্তর সমাজে অন্তর্ভুক্ত হওয়া) এবং 'প্রাদেশিকীকরণ' (প্যান-ইন্ডিয়ান প্রকৃতির সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি বিভিন্ন যোগাযোগের মাধ্যমে যেমন গল্প বলা এবং লোক নাটক মাধ্যমে গ্রাম স্তরে পৌঁছানো) শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন। এইভাবে, ছোট এবং মহান ঐতিহ্যের মধ্যে এই দ্বৈত প্রক্রিয়ার দুটি দিক বোঝানো হয়েছে।

এম এন শ্রীনিবাসের (১৯৫০) সংস্কৃতিকরণের ধারণাও স্থানীয় স্তরে ধর্ম এবং পুরো ভারতীয় হিন্দুত্বের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রকাশ করে, যা বর্ণ ভিত্তিক। আর্থডক্স সংস্কৃতিক উপাদানগুলি উচ্চ বর্ণ থেকে নিম্ন বর্ণে স্থানান্তরিত হয়। আধুনিক পশ্চিমা প্রযুক্তি — রেলপথ, মুদ্রণ যন্ত্র, রেডিও, সিনেমা এবং এখন, টেলিভিশন সংস্কৃতিকরণের বিস্তারে সাহায্য করেছে।

সংস্কৃতিকরণ 'বিশ্বায়ন' বা বৃহত্তর ধর্মের সাথে পরিচিতি সম্পর্কিতও। স্থানীয় কোনো দেবতা বা দেবীকে হিন্দু প্যানথিয়নের কোনো দেবতার সাথে পরিচিত করা। উদাহরণস্বরূপ, কোর্গসের মধ্যে, কেত্রাপ্পা ঋগ্বেদীয় দেবতা ক্ষেত্রপালার সাথে পরিচিত, যখন স্থানীয় কোবরা দেবতা সাব্রমন্যা বা স্কান্দা, শিবের যোদ্ধা পুত্রের সাথে পরিচিত। এটি কোর্গ ধর্মীয় সম্প্রদায়কে বৃহত্তর হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত হতে সাহায্য করেছে। উৎসব এবং দেবতাদের পাশাপাশি, গ্রামের ধর্মের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তীর্থযাত্রা। তীর্থস্থলগুলি ভারত থেকে দূরবর্তী স্থান থেকে মানুষকে আকর্ষণ করেছে। ঐতিহ্যগত ভারতের মন্দির শহর এবং পবিত্র শহরগুলি যেমন গয়া, মথুরা, আজমির, বারাণসী, পুরী, তিরুপতি এবং অমৃতসর তীর্থযাত্রীদের আকর্ষণ করেছে, যদিও রাস্তা খুবই খারাপ এবং অনিরাপদ ছিল। এইভাবে, গ্রামের ধর্মে ছোট এবং মহান ঐতিহ্যের মধ্যে একটি ধারাবাহিক পারস্পরিক সম্পর্ক দেখা যায়।

বর্ণীয় বহিরাগম্যতা (বর্ণের মধ্যে বিবাহ) এবং গ্রামীয় বহিরাগম্যতা (গ্রামের বাইরে বিবাহ) ব্যাপকভাবে চর্চিত ছিল। গ্রাম বাইরে সম্পর্কের মানে ছিল উৎসব বা বিশেষ অনুষ্ঠানগুলির সময় আত্মীয়/পরিজনদের কাছে যাওয়া। বর্ণ, আত্মীয়তা, বিবাহের মাধ্যমে গ্রামের সামাজিক নেটওয়ার্কগুলি বাইরের বিশ্বের সাথে সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করেছিল এবং এইভাবে, গ্রামগুলি সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন একক ছিল না।

অর্থনৈতিক একক হিসেবে গ্রামসমাজ

ভারতের গ্রামকে একটি অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর একক হিসেবে দেখা একটি পুরনো মিথ ছিল। এমনকি মার্কসের জন্যও, ভারতীয় গ্রাম একটি ভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিনিধিত্ব করত — আসিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি — যা কৃষি এবং উৎপাদনকে একত্রিত করেছিল। এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য তাকে বিশ্বাস করতে সাহায্য করেছিল যে এটি সমাজের পরিবর্তনহীন এবং গলিত চরিত্রে অবদান রেখেছে। তার মতে, উপনিবেশবাদ যা শ্রেণীভিত্তিক স্তরভুক্তির দিকে নিয়ে যাবে তা ভারতীয় সমাজের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।

ব্রিটিশ পূর্ব ভারতে গ্রামটি অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর ছিল এমন ধারণাটি জন্মেছিল জাজমানি পদ্ধতির (মালিকদের এবং কৃষকদের মধ্যে অর্থনৈতিক বিনিময়ের সম্পর্ক যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলে) মাধ্যমে, যেখানে পরিশোধ ছিল সামগ্রিক/ শস্যের মাধ্যমে (মুদ্রায়নের অভাব), এবং দারুণ যোগাযোগের অভাব যা পণ্য প্রবাহকে সীমিত করেছিল।

উইলিয়াম এবং শার্লট উইজার (১৯৩৬/১৯৬৯) ছিলেন যারা ১৯৩০ এর দশকে পশ্চিম উত্তর প্রদেশের কারিমপুর গ্রামে তাদের গবেষণায় ভারতীয় গ্রামের জাতিগোষ্ঠী গুলির মধ্যে সামাজিক সম্পর্ককে 'পাল্টা'র ভিত্তিতে ধারণা করেছেন, যা গ্রামীণ ভারতের জাতিগত জীবনের গবেষণায় প্রাথমিক কাজগুলির একটি হিসেবে বিবেচিত হয় এবং জাজমানি পদ্ধতির অধ্যয়নঁত

ক্যাথলিন গফের কুম্বাপেট্টাই (১৯৮৯) গ্রামে অধ্যয়ন, আন্দ্রে বেতের তামিল গ্রামের শ্রীপুরাম (১৯৬৫) অধ্যয়ন দেখায় কীভাবে ঐতিহ্যবাহী বর্ণভিত্তিক স্তরের কাঠামো শ্রেণীভিত্তিক স্তরের বিভাগ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। গফ (১৯৮৯), তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে, বর্ণ ও শ্রেণী সম্পর্ক অধ্যয়ন করে দেখেছেন যে ব্রাহ্মণ, অ-ব্রাহ্মণ এবং আদি-দ্রাবিডাস বর্ণগুলি মালিক, ভাড়াটিয়া এবং শ্রমিকও ছিল। নতুন শ্রেণী হিসেবে ক্ষুদ্র বুর্জোয়া, স্বাধীন উদ্যোগী এবং আধা-প্রোলেটারিয়েট উঠে এসেছে, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ সঙ্গে সঙ্গে অর্জন এবং দক্ষতার ভিত্তিতে শ্রেণীভিত্তিক বিভাগ সৃষ্টি হয়েছে, যা জন্মসূত্রে ভিত্তিক শ্রেণীভিত্তিক বিভাগগুলি পরিবর্তিত হয়েছে।

রাজনৈতিক একক হিসেবে গ্রামসমাজ

অনেক জাতিগত গবেষণা, যা মাঠপর্যায়ের কাজের ওপর ভিত্তি করে, ব্যাখ্যা করেছে যে ভারতীয় গ্রামগুলো সবসময় বৃহত্তর সমাজ এবং সভ্যতার অংশ ছিল এবং স্বনির্ভর একক ছিল না।

বৃটিশ প্রশাসকরা উনিশ শতকের শুরুতে ভারতীয় গ্রামগুলোকে 'ছোট ছোট প্রজাতন্ত্র' হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন, তাদের সহজতর স্বায়ত্তশাসনের পদ্ধতি এবং উচ্চতর রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের প্রায় কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই। রাষ্ট্র কেবল তরুণদের যুদ্ধের জন্য সেবা করতে দাবি করত এবং জমির উৎপাদনের একটি অংশকে রাজস্ব হিসেবে দাবি করত। ভারতীয় গ্রামগুলির এই বর্ণনা অতিমাত্রায় সরলীকৃত ছিল এবং বলা হয়েছিল যে গ্রামগুলো রাজত্বের শাসকের কোন অবস্থানে থাকা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল না। ধারণা করা হয়েছিল যে ব্রিটিশ পূর্ব ভারতীয় গ্রামে রাজনীতি হিসেবে স্বায়ত্তশাসিত ছিল (যা প্রায় ব্রিটিশ শাসনের পত্তনের পূর্ববর্তী সময়কাল) স্থানীয় প্রধান বা রাজাকে কর প্রদানের পাশাপাশি যুদ্ধের জন্য তরুণ প্রদান করা ব্যতীত, যা ভুল ছিল। রাজা এবং তার প্রজাদের সম্পর্ক ছিল জটিল। রাজা তার প্রজাদের জন্য বেশ কিছু দায়িত্ব পালন করতেন। সেচের জন্য রাস্তাঘাট, পুকুর এবং খাল তৈরি করা হতো মন্দিরগুলির পাশাপাশি। তিনি বিদ্যাবান এবং পুণ্যবান ব্রাহ্মণদের জমির উপহারও দিতেন। রাজা সব বর্ণ গোষ্ঠী এবং পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন। পারস্পরিক বর্ণ স্থান এবং অন্যান্য বর্ণভিত্তিক বিরোধ সম্পর্কিত যে কোনো বিতর্ক শেষ পর্যন্ত তার দ্বারাই নিষ্পত্তি হতো। এই কাজটি কেবল হিন্দু শাসকদের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং মুঘল সম্রাট এবং ফিউডাল লর্ডরাও একটি বর্ণ সম্পর্কিত প্রশ্নগুলির সমাধান করতেন।

ব্রিটিশ পূর্ব ভারতে, গ্রামগুলো রাজ্যের (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রিন্সলি স্টেটস বা নেটিভ স্টেটস) সাথে সক্রিয় সম্পর্ক উপভোগ করত। সাধারণ মানুষ সিংহাসনে কে বসেছে তাতে উদ্বিগ্ন থাকত কারণ তারা এমন একজন রাজা চেয়েছিল যে তাদের রেইডিং সৈন্য এবং গুন্ডাদের থেকে রক্ষা করবে। যদি প্রধান বা রাজা একটি প্রভাবশালী স্থানীয় বর্ণের অন্তর্গত হতেন, তবে তার সহ-বর্ণ সদস্যরা সংকটের সময় তাকে সাহায্য করতেন। এটি রাজাদের সাথে অসম সম্পর্ক ছিল না কারণ গ্রামবাসীরা বিদ্রোহ করতে পারত এবং সিংহাসনের বিরোধীকে সমর্থন করতে পারত। গ্রামবাসীরা অত্যাচারী শাসনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সম্মিলিতভাবে স্থানান্তরিতও হতে পারত। যদি এমন একটি ভরগ্রাম স্থানান্তর ঘটে, তবে শাসক রাজস্ব হারাতেন কারণ জমি বসবাসের জন্য উপলব্ধ থাকত এবং শ্রমিকের অভাব হত। একই সাথে গ্রামগুলো রাজনৈতিক ব্যবস্থার উচ্চতর স্তরগুলির কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরিমাণে স্বাধীনতা এবং গোপনীয়তা উপভোগ করত, যেহেতু রাস্তা এবং যোগাযোগ ছিল অপ্রতুল। দৈনন্দিন বিষয়ে, রাজারা গ্রামবাসীদের নিজেদের শাসন করতে দিতেন। প্রভাবশালী বর্ণ গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করে স্থানীয় বিষয়ে কর্তৃত্ব কার্যকর করত, বর্ণভিত্তিক বিরোধ নিষ্পত্তি করত এবং গ্রামে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করত।

গ্রামের এবং শাসকের সম্পর্ক ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের সাথে পরিবর্তিত হয়েছিল। ব্রিটিশরা একটি কার্যকর প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করে এবং রাজনৈতিক দখলের সাথে সাথে যোগাযোগের উন্নয়ন হয়। আধুনিক

আইন আদালতের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছিল কারণ প্রধান বিতর্ক এবং অপরাধমূলক অপরাধগুলি এখন সেখানে নিষ্পত্তি হতো। অন্যান্য সরকারি কর্মচারীরা যেমন পুলিশ, রাজস্ব কর্মকর্তারা ইত্যাদি গ্রামে আসতেন।